দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

083

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে অর্থের অপব্যবহার

প্রতিদিনই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লোক আসে ঢাকা শহরে। অবশ্য সকলেই যে অন্ন সংস্থানের উদ্দেশ্যে কাজের তালাশে আসে তা নয়। কেউ আসে মেয়ের বিয়ের বাজার করতে, কেউ আসে ঢাকায় চাকরি বা ব্যবসায় রত ছেলেকে দেখতে, কেউ আসে মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনি দেশের বাড়ীতে নিয়ে যেতে। এমনও অনেকে আসে ঢাকা শহরের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছেলেমেয়েকে হাত খরচার টাকা দিতে। কিন্তু শুধুমাত্র সংবাদপত্রে একটি অভিযোগ জানানোর জন্য দূর গ্রাম থেকে ঢাকায় আসে এমন ঘটনা খুবই কম। পত্র-পত্রিকায় কিছু বলার থাকলে একটা চিঠিতে দু'কলম লিখে দিলেই হলো, ব্যস। সম্পাদক সাহেব ঐ চিঠিটি পড়েই অতি অবশ্য কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন। আর চাই কি?

কিন্তু সরফরাজ খান গ্রামের বাসিন্দে হলেও সবকিছুকে তিনি অত হাল্কাভাবে ছেড়ে দিতে চান না। তিনি দৈনিক ইনকিলাবের নিয়মিত পাঠক। শিক্ষামূলক বিষয়টি তার সবচেয়ে প্রিয়। তাই তিনি ইনকিলাবের শিক্ষাঙ্গনটি খুঁটিয়ে পড়েন। আর এই শিক্ষাঙ্গন পড়েই তিনি ক্ষেপে ওঠেছেন।

এই শিক্ষাঙ্গনে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে যা লেখা হয় তা তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়েন আর প্রতীক্ষা করেন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থের যে অপব্যবহার হচ্ছে। স্কুলের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নিয়ে স্কুলটি এবং শিক্ষকবৃন্দ যে ছিনিমিনি খেলছেন সে সমস্যা সম্পর্কে নিশ্চয়ই লেখা হতো। কিন্তু না, ও বিষয়ে তারা কিছু লিখছে না। প্রতীক্ষা করে করে অবশেষে তার ধৈর্যের বাঁধ গেল ভেঙ্গে এবং তিনি গাঁটের টাকা খরচ করে সোজা ঢাকা এবং ইনকিলাব অফিস।

পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা মধ্য বয়সের মানুষ সরফরাজ খান। ভেতরে ডেকে নিলাম, বসালাম সামনের চেয়ারটাতে। তার সারা দেহ ও চোখেমুখে পথশ্রান্তির ছাপ।

শিক্ষা খাতে সরকার পর্যাপ্ত টাকা বরাদ্দ করতে পারছে না, সে কারণে শিক্ষা সম্প্রসারিত হচ্ছে না, স্কুলগুলোর দুরবস্থা কাটছে না, শিক্ষকদের অপ্রচুর বেতনের কারণে তাদের অভাব অনটন কাটছে না—এর কোনটাই সরফরাজ খানের অভিযোগ নয়। আর একমাত্র অভিযোগ সরকার অতিকষ্টে যে টাকা প্রাইমারী স্কুলগুলোকে বরাদ্দ করে স্কুলের শিক্ষক আর কমিটির লোকেরা তা স্কুল উন্নয়নের কাজে না লাগিয়ে নিজেরা ভাগাভাগি করেন। ফলে স্কুলের কোন উন্নয়ন হয় না। অথচ এর কোন প্রতিকার নেই। ইনকিলাব তা লেখে না কেন?

প্রাথমিক স্কুলের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় সম্পর্কে ইতিমধ্যে নানা মহল থেকেই অভিযোগ এসেছে, কিন্তু সংবাদপত্রে ছাপা যায় এমন উপযুক্ত করে কেউ সে অভিযোগটি পেশ করেননি।

সরফরাজ খানকে জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে এই টাকাটা অপচয় হয় তার চাক্ষুস বিবরণটা দেবেন কি?

আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি যা বললেন, তার সার সংক্ষেপ হলো—সরকারের বরাদ্দকৃত টাকাটা হাতে পেলে স্কুল কমিটি শিকি পরিমাণ স্কুলের জন্য রেখে বাকী বারআনাই তারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। ফলে স্কুলের কোন উন্নতিই হয় না।

সরফরাজ খানের কথাটা কতখানি সত্য তা জানি না তবে দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোর সামগ্রীক দুরবস্থা লক্ষ্য করে মনে হয় কথাটা বোধ হয় সর্বাংশে মিথ্যে নাও হতে পারে।

যাহোক, আমরা সরফরাজ খানকে খুশী করার জন্য কিছু বলতে চাই না, বলিনিও। তবুও সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটা কথা বলা দরকার বলে মনি করি। প্রাথমিক স্কুল যখন গোটা দেশেই আছে। সব স্কুলেরই অবস্থা যখন হতাশাব্যঞ্জক এবং সেই সঙ্গে যখন বরাদ্দকৃত সরকাকরী অর্থ অপচয়ের ব্যাপক অভিযোগ তখন এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন তাদের প্রতি অভিযোগের সত্যাসত্য সম্পর্কে রিপোর্ট দানের নির্দেশ দেয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়?

সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলেই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

—দাউদ খসরু